গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা

বিষয়ঃ "গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ (বরিশাল জোন)" শীর্ষক প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ নজরুল ইসলাম সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ	:	২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময়	:	দুপুর ১২.১৫ ঘটিকা
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

২. উপস্থাপনাঃ

২.১ সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৫২১৩৬.৩৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১৯/০৭/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হল সড়ক নেটওয়ার্কের উন্নতি সাধন এবং রাজধানী ঢাকার সাথে দক্ষিণাঞ্চলের জেলা সমূহের সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা; বর্তমান সড়কের যানজট হ্রাস করা; নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে যানবাহন চলাচল নিশ্চিত করা এবং প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে বরাদ্দ রয়েছে ২০০০০.০০ লক্ষ টাকা। নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩২৯৩১.০০ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৩.১৬%। গত ০৫/১১/২০১৮ তারিখে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের আওতাধীন কতিপয় অঙ্গের ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধির ফলে ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব করা হয় এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত অর্থাৎ মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র মেয়াদকাল অপেক্ষা ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩. আলোচনাঃ

৩.১ প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের আওতায় মোট প্যাকেজ সংখ্যা ১৫টি। এর মধ্যে ১৪টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। পটুয়াখালী সড়ক বিভাগের অধীন ১টি প্যাকেজ আদালতে মামলা থাকার কারনে দরপত্র আহ্বান করা সম্ভব হয়নি। বরিশাল সড়ক বিভাগের অধীন ১টি প্যাকেজ, ভোলা সড়ক বিভাগের অধীন ২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। পটুয়াখালী সড়ক বিভাগের অধীন ২টি প্যাকেজ রয়েছে। ১টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত এবং ১টি প্যাকেজের কাজ প্রায় ৯০% সমাপ্ত হয়েছে। পিরোজপুর সড়ক বিভাগের অধীন ৩টি প্যাকেজের মধ্যে ২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত এবং ১টি প্যাকেজের কাজ প্রায় ৮০% সমাপ্ত মর্মে সভায় উল্লেখ করা হয়।

৩.২ প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের কারণ হিসেবে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ঝালকাঠি সড়ক বিভাগের অধীন তিনটি প্যাকেজ এর মধ্যে ১ম প্যাকেজ (WP-01) এ বরিশাল-ঝালকাঠি-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর মহাসড়কের চেইনেজ ৩+৪৭০ হতে চেইনেজ ১২+১৮০ পর্যন্ত ডিপিপিতে শুধু ৫.৫ মিটার থেকে ৭.৩ মিটার এ প্রশস্তকরণ বাদে আর কোন কাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল না। প্রকল্প অনুমোদনের পর ৪ বছর অতিবাহিত হওয়ায় এবং এই প্রকল্পের আওতায় এই সড়কের বাকি অংশের সাথে এই অংশের ভিন্নতা থেকে যাবে বলে এই অংশে ডিবিএস বেইজ কোর্স করে তার ওপরে বাস্তবতার নিরিখে ডিবিএস ওয়ারিং কোর্স করা প্রয়োজন। ফলশ্রুতিতে, WP-01 প্যাকেজে ১২৭১.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। ঝালকাঠি সড়ক বিভাগাধীন WP-03 প্যাকেজ অনুমোদনকৃত প্রাক্কলন অনুসারে কাজ করার সময় বাস্তবে দেখা যায় যে, ডিপিপিতে নির্ধারিত রাস্তার দৈর্ঘ্যের চেয়ে ৪৫০ মিটার দৈর্ঘ্য বেশি পাওয়া যায়। ডিপিপি প্রণয়নের সময় এই ৪৫০ মিটার দৈর্ঘ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তাই বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে এই বাড়তি ৪৫০ মিটার সড়কে একই রকম উন্নয়ন কাজ করা প্রয়োজন। উক্ত প্যাকেজে ডিপিপিতে মাত্র ৫০ মিটার রক্ষাপদ কাজ ধরা হয়েছিল।

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

কিন্তু সড়কের দুইপার্শ্বে পুকুর, ডোবা, খাল ও জলাশয় থাকায় আরো অনেক জায়গায় রাস্তার পার্শ্বে মাটি ধ্বসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ অবস্থায় অতিরিক্ত ২৩৩৫ মিটার রক্ষাপদ কাজ করা প্রয়োজন। বর্ণিত দুটি কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার কারনে WP-03 প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয় অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা ১৮১৪.৩০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাবে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।

৩.৩ সভায় আরও জানানো হয় যে, প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত বরগুনা সড়ক বিভাগের অধীন তিনটি প্যাকেজের মধ্যে ১ম প্যাকেজ (WP-01) এ পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিড়া আঞ্চলিক মহাসড়কের চেইনেজ ৩২+০০০ হতে চেইনেজ ৩২+৭০০ এবং চেইনেজ ৩৬+৮৭০ হতে চেইনেজ ৪৩+০২১ পর্যন্ত পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ভূমি হস্তান্তর জটিলতার কারনে দরপত্র আহ্বান বিলম্বিত হয়। যার কারনে ২০১৮ সালের রেট সিডিউল অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়। উক্ত প্যাকেজের ডিপিপিতে শুধু ৩.৭০ মিটার থেকে হার্ড সোল্ডারসহ ৮.৫ মিটার মজবুতিকরণ ও প্রশস্থকরণসহ সার্ফেসিং কাজ ধরা হয়েছে। গাণিতিক ত্রুটির কারণে সাব-বেজ ধরা হয়েছিল ৯০১.১০ ঘঃমিঃ কিন্তু বাস্তবে সাব-বেজ এর পরিমাণ হবে ৬০৭৭.৪২ ঘঃমিঃ। এর ফলে WP-01 প্যাকেজে প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা ৬৬৯.২৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাবে।

৩.৪ প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বরগুনা সড়ক বিভাগের অধীন WP-2 প্যাকেজে অনুমোদনকৃত প্রাক্কলন অনুসারে মাঠ পর্যায়ে কাজ করার সময় দেখা যায় যে, সড়কের ডিপিপিতে নির্ধারিত দৈর্ঘ্যের চেয়ে বাস্তবে ১৮৭ মিটার দৈর্ঘ্য বেশি রয়েছে। চেইনেজ অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত করতে হলে ১৮৭ মিটার অতিরিক্ত কাজ সম্পন্ন করা প্রয়োজন হবে। এছাড়া অনুমোদনকৃত প্রাক্কলনে ডিবিএস বেইজ কোর্স ও ডিবিএস ওয়ারিং কোর্সে গাণিতিক ত্রুটি থাকায় উহার সংশোধন প্রয়োজন। এছাড়া, সড়কটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেড়ী বাঁধ এবং নদীর পার্শ্ববর্তী হওয়ায় রক্ষাপদ কাজের জন্য ডিপিপিতে যে প্রাক্কলন করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এমতাবস্থায়, মূল কাজের অতিরিক্ত ৪৫৫ মিটার টো-ওয়াল এবং ২০০০ মিটার আরসিসি প্যালাসাইডিং নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে WP-2 প্যাকেজে ডিপিপির অনুমোদিত সংস্থান হতে ৪৩৯.১৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাবে।

৩.৫ সভায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সড়ক বিভাগ, বরগুনার অধীন WP-3 ৩য় প্যাকেজের Contract BOQ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, অনুমোদিত ডিপিপির প্রাক্কলন এবং ডিজাইন অনুযায়ী ডিবিএস বেজ-কোর্স ও ডিবিএস ওয়ারিং কোর্সে গাণিতিক ত্রুটি থাকায় উহা সংশোধন করা প্রয়োজন। ইহা ছাড়াও বর্ণিত সড়কটি বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে অবস্থান হওয়ায় উক্ত সড়কের উভয় পার্শ্বে অসংখ্য নালা ও পুকুর বিদ্যমান থাকায় সড়কের স্থায়ীত্ব ও টিকসই করণের লক্ষ্যে টো-ওয়াল ৭৫০ মিটার এবং ২০০ মিটার আরসিসি প্যালাসাইডিং দ্বারা রক্ষাপদ কাজ করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, অনুমোদিত ডিপিপিতে বর্ণিত প্যাকেজে কোন রক্ষাপদ কাজ ধরা হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্ণিত সড়কাংশের জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে (২.০০ মিটার × ২.০০ মিটার) ১টি সিঙ্গেল ভেন্ট কালভার্ট নির্মাণ করার আবশ্যকতা রয়েছে। উল্লিখিত কাজসমূহ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় WP-3 প্যাকেজে অনুমোদিত প্রাক্কলন অপেক্ষা ২১৮.১৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাবে।

৩.৬ . প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, কিছু কিছু প্যাকেজে ও অঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও সামগ্রিকভাবে প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় মূল অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা হ্রাস পেয়েছে। প্রকল্পটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্ত এর মেয়াদ ৬ মাস তথা জুন, ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিত করা প্রয়োজন মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন। প্রকল্পের মেয়াদকাল বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে বাস্তবায়নকাল ০৬ মাস তথা জুন, ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়।

৩.৭ প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে অব্যাহত রাখা এবং সুপারিশকৃত মেয়াদকালের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

৩.৮ সভায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বিভিন্ন অঙ্গের পরিমাণ ও ব্যয়, মেয়াদকাল ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে প্রকল্পটির সংশোধন প্রস্তাব ও বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় সর্বসম্মতভাবে একমত প্রকাশ করা হয়।

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

৪. **সুপারিশ/সিদ্ধান্তঃ**

বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সুপারিশ/সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে প্রকল্পটির ১ম সংশোধনী অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়:

৪.১ প্রকল্পটির ১ম সংশোধন প্রস্তাব এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ ৩১/১২/২০১৯ হতে ০৬ মাস বৃদ্ধিপূর্বক ৩০/০৬/২০২০ নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করা হলো;

৪.২ প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নকরতঃ সুপারিশকৃত মেয়াদকালের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হবে;

৪.৩ প্রকল্পের আওতাধীন ক্রয় কার্যক্রম সরকারি ক্রয় বিধি মোতাবেক সম্পন্ন করতে হবে;

৪.৪ প্রকল্পের আওতাধীন কাজের গুনগতমান টেকসই করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং

৪.৫ উন্নয়নকৃত মহাসড়কে যথাযথভাবে সাইন, সিগন্যাল ও রোড মার্কিং ইত্যাদি স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।

৫. আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ